



231029 - আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক সংবাদ প্রচার করা

প্রশ্ন

আমাদের কছি ভায়রো (আল্লাহ তাদরেকে উত্তম প্রতদিন দিন) ফহেসবুক, টুইটার ও ওয়াটসআপে কছি পহেজ খুলছেন যে সব পহেজে তারা তাদের শহরে শোক সংবাদগুলো প্রচার করেন। তারা জানায়ার নামায়রে তথ্য জানাতে তাদের বন্ধুবান্ধবদের মোবাইলে মেসেজেও পাঠান। ধরণরে কর্ম ক শরয়িতে নষিদিধ প্রচারণার অধীনে পড়বে?

প্রয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

ইসলামে শোক সংবাদ তনি প্রকার: হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ।

হারাম শোক সংবাদ: যে প্রচারণা জাহলে যুগরে প্রচারণার মত। সাধারণ গণজমায়তেরে স্থানগুলোতে ঘোষণার মাধ্যমে মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাপন এবং সাথে মৃতব্যক্তির বংশীয়-গৌরব ও কীর্তিগুলো উল্লেখ করা কথিবা ঘোষণার সাথে বলিপ, আন্তনাদ ও হাহুতাশ প্রকাশ করা হয়।

মাকরুহ শোক সংবাদ: বংশীয়-গৌরবগাঁথা কথিবা কীর্তি উল্লেখ না করে ঘোষণার মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করা ও স্বর উচ্চ করা।

আর মুবাহ বা বধৈ শোক সংবাদ: কোন ঘোষণা ব্যতীত শুধু মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদটা জ্ঞাপন করা।

সুন্নাহর দলিলগুলো শেষে প্রকাররে শোক সংবাদ বধৈ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যমেন নাজাশরি ক্ষত্রে, মুতা যুদ্ধরে শহীদদেরে ক্ষত্রে ও অন্যান্য ক্ষত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোকবার্তা জানয়িছেলিনে।

ইতপূর্ববে 60008 নং প্রশ্নোত্তরে এটি জায়যে হওয়ার পক্ষে আলমেদেরে বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা হয়ছে।

কাসানি বলনে: "মৃতব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতবিশৌদেরকে জ্ঞাপন করতে কোন আপত্তি নহে; যাত করে তারা জানায়ার নামায় পড়া, দোয়া করা ও দাফনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে মৃতব্যক্তির হক আদায় করতে পারে। আর যহেতু সংবাদ দয়ার মধ্যে নকে কাজরে প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রস্তুতিনয়োর প্রতি উৎসাহতি করণ



রয়ছে। তাই এটী নকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার মধ্যে পড়বে এবং ভাল কাজে মাধ্যম হওয়া ও সন্ধান দয়ার পর্যায়ভুক্ত হবে।"[বাদায়িস সানায়ি (৩/২০৭)]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৮/৪০২) এসছে যে, কটে মারা গলে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতবিশৌদরেকে আহ্বান করা জায়যে; যাতে করে তারা জানায়ার নামায় পড়তে পারে, তার জন্য দোয়া করতে পারে, তার লাশে সাথে যতে পারে এবং দাফনকর্মে সহযোগিতা করতে পারে। কনেনা নাজার্শি যখন মারা গয়ছেলি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীবর্গকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানয়িচ্ছেনে যাতে করে তারা তার জানায়ার নামায় পড়তে পারে।

দুই:

সামাজকি যোগায়োগ মাধ্যমগুলো যমেন- ফহেসবুক, টুইটার ও ওয়াটসআপ ইত্যাদিতে কথিবা ইমহেলে ও মোবাইল মসেজে কারো মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কোন আপত্তি নহে; যদি এর উদ্দেশ্য হয় যাতে করে মানুষ জানায়ার নামায়ে উপস্থতি হতে পারে, মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া ও ইস্তগিফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করতে পারে কথিবা মৃতের পরবার-পরজিনরে প্রতি সমবদেনা জানাতে পারে। কনেনা এ অবহতিকরণ এ সমস্ত নকে কাজে মাধ্যম।

শাইখ বনি বায় (রহঃ)কে পত্র-পত্রকিয় মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন: "খবর হসিবে জানানোর ক্ষত্রে আমরা কোন আপত্তকির কছি জানি না।"[মাসায়লুল ইমাম বনি বায় (পৃষ্ঠা-১০৮)]

শাইখ উছাইমীন বলেন: "পক্ষান্তরে, মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাপন করা: যদি কোন কল্যাণের কারণে হয়; যমেন- মৃতব্যক্তির সাথে মানুষের আদান-প্রদানরে ব্যাপক লনেদনে থাকে এবং তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হলে তার কাছে কারো পাওনা থাকলে তার পাওনা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে কথিবা এ ধরণে কছি: তাহলে ততে কোন আপত্তি নহে।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লি উছাইমীন (১৭/৪৬১)]

শাইখ বনি জবিরীন (রহঃ) বলেন: "নকেকাজ ও ভালকাজে মাধ্যমে মশহুর হয়ছেন এমন ব্যক্তিদরে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কোন আপত্তি নহে; যাতে করে তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করা হয় এবং মুসলমানদরে পক্ষ থেকে দোয়া করা হয়। তবে, এমন প্রশংসা করা জায়যে নয় যা তাদের মধ্যে নহে। কনেনা সটো হবে স্পষ্ট মথিয়া।"[ফাতাওয়া ইসলাময়িয়া (২/১০৬) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।